পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব

২০শে ২১শে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

স্মারকপত্র

সন্দীপন

সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় খুলনা

তিনি ছিলেন শুদ্ধ সংস্কৃতির সাধক ও মনস্বিতার চর্চায় তাঁর মধ্যে জ্বলে উঠেছিল জ্ঞানের স্থির জ্যোতি, ভাবনায় হয়ে উঠেছিলেন উদার; সমস্ত মানবীয় গুণে গুণান্বিত—তিনি মুক্ত, নিরপেক্ষ ও সৎ ছিলেন চিন্তায় এবং কর্মে ছিলেন উদ্যমী ও আপোষহীন যে জন্যে স্বকালে মনুষ্যত্বের প্রসারে জীবন-পাত করে গেছেন।

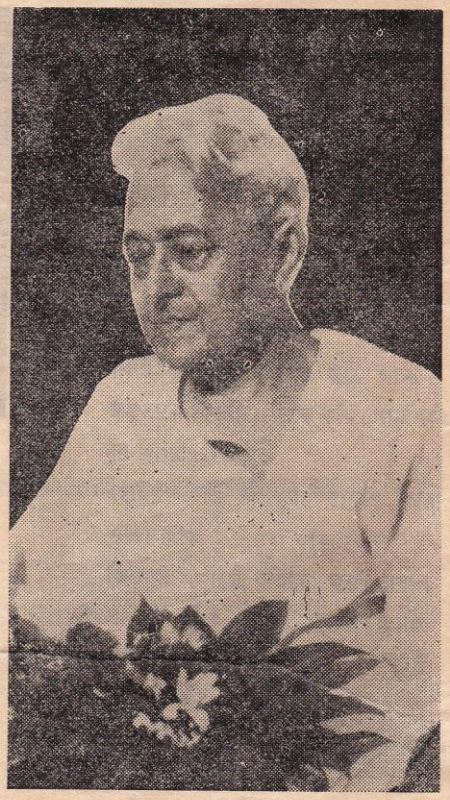

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
মরহুম জনাব আব্দুল হাকিম

গণ মানসের আলেখ্য এঁকে যায়
নব জীবনের উদ্দীপনায়
বলিষ্ঠ প্রচারে উচ্চারি উঠি গান
জড়তারে ভেঙ্গে দিয়ে করি খান খান
নব জাগরণ সাড়া
বহাইয়া দেয় ভাঙ্গিয়া পাষাণ কারা
ওরা কারা ! ওরা কারা !
জিজ্ঞাসা জাগে, বহিছে মুক্ত ধারা।
লঙ্ঘিব গিরিরে বাধার প্রাচীর ভাঙ্গি
ওদের সুরের আগুনে যে ওঠে রাঙি
আঁধার জীবন, মুমূর্ষু জনগণ
ওরা গান গায়। ওরা সেই জন গণ।

সন্দীপন প্রতিষ্ঠান যেন দিন দিন আরও জনগণ মন মানসের প্রতীক হয়ে সাফল্য মণ্ডিত হয় এই দোওয়া করি।

সুফিয়া কামাল
ঢাকা
১৫ | ৯ | ৬৮

আমাদের দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা মানবতা ও বিশ্ব জনীনতার আদর্শকে ধ্রুব করে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে সন্দীপন গোষ্ঠীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঁচ বছরের একাগ্র সাধনা ও একনিষ্ঠ তৎপরতার ফলে সন্দীপন আজ আর শুধু খুলনার প্রতিষ্ঠান বলে পরিগণিত নন, পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট সংগঠন হিসাবে পরিচিত। সন্দীপনের পঞ্চবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই। দেশের আশা আর বেদনার বানী তাঁদের সাধনায় এমনি করেই শিল্পরূপ লাভ করুক।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
১৬ | ৯ | ৬৮

সন্দীপন গোষ্ঠী আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁদের সাধনা নিরলস। সংস্কার মুক্ত দৃষ্টি তাঁদের বৈশিষ্ট্য। মানবতার আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ।

বিগত পাঁচ বৎসরে সন্দীপনের অগ্রগতি সানন্দে লক্ষ্য করেছি। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সম্পাদক হিসাবে তাঁদের পঞ্চবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমি সন্দীপনের দীর্ঘ জীবন ও সচ্ছন্দ অগ্রগতি কামনা করি।

ঢাকা
১৬ | ৯ | ৬৮

সৈয়দ আহমদ হোসেন
সম্পাদক
বুলবুল ললিতকলা একাডেমী

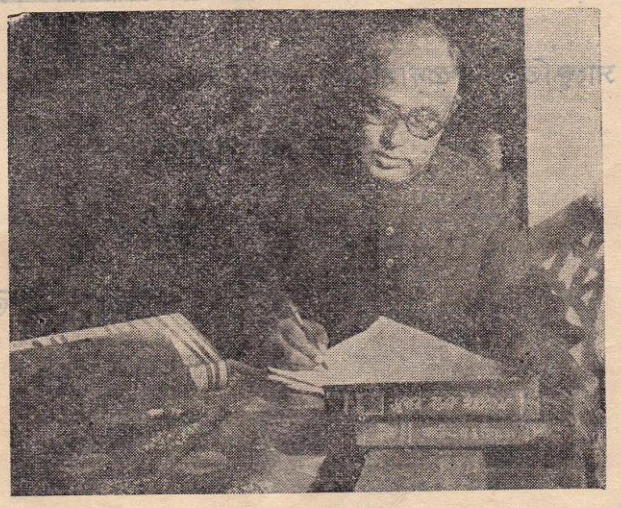

সন্দীপন খুলনা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের একটা ঐতিহ্য-বাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। পঞ্চবর্ষ শেষে এর একখানা স্মারকলিপি প্রকাশ হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানের শিল্পী সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই সঙ্গীতক্ষেত্রে এক অত্যুজ্জ্বল রেকর্ড সৃষ্টি করার গৌরব অর্জন করেছেন। সুযোগ, সুবিধা ও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরও এগিয়ে যেতে পারতো।

আমি এ প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ও যোগদান করেছি। সঙ্গীত ও শিল্প সাহিত্যে এর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

যে সব সদস্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দৃঢ় করেছেন তাদেরকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। সন্দীপন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাক দৃঢ়পণ নিয়ে সে কামনাই করি।
প্রতিষ্ঠানের সকল সুধিজনের জন্য রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

এ, এফ, এম, আবদুল জলীল
খুলনা
১৫ | ৮ | ৬৮

আমাদের কথা

খুলনার সাংস্কৃতিক দিকটা তখন কিছু নাই কিছু নাই এর দেশে। জগদ্দল পাথরের মত হতাশার চাপ শুধু চারিদিকে। কিছু কিছু সংস্কৃতিসেবী নিজের মনেই বেদনার আগুনে পুড়ছিল এই পরিমণ্ডলে। ধনচঞ্চল খুলনার তখন রুপোর মোহ। সংস্কৃতির রূপ তাই আবছা অস্পষ্ট। বহু পুরোন ঐতিহ্য তাকে তবুও দশের মধ্যে এক ধরে নিলেও তার কবরস্থ হবার দিন ছিল খুব কাছেই। সংস্কৃতিসেবীর মুখোশ পড়ে সেদিন অনেকেই বের করেছিলেন অর্থ উপায়ের এক সুন্দরতম পথ। আর তাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল অলিতে গলিতে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় তথাকথিত সংস্কৃতি-সেবকদের আস্তানা। যত আগাছার জংগলে খুলনা তখন আকীর্ণ। দুটো গান গেয়ে অথবা বেতার কিংবা ছায়াচিত্র থেকে দু একটা সুরের অনুকরণে বাজনা বাজিয়ে পয়সা লোটবার এক অদ্ভুত প্রবণতাএ অঞ্চলের যুব সমাজের অধিকাংশকে এক অপরিসীম অন্ধকারের রাজত্বে পরিচালিত করছিল। রুপিয়ার চাকচিক্যের ছড়াছড়ি এদিকে সেদিকে। মানবতার মূল্যবোধ গুটি গুটি করে পিছিয়ে পড়ছিল দক্ষিণ বাংলার এই ছোট্ট শহরের বুক থেকে।

এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার আকুল আগ্রহে গুটি-কয়েক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন একটি সুস্থ ও জীবন ভিত্তিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলবার কাজে। এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি হিসেবে উনিশশো তেষট্টির বিশে সেপ্টেম্বর জন্ম নিল এ প্রতিষ্ঠান। ঠিক করা হোল প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সাংস্কৃতিক আসরের ব্যবস্থা করা যেখানে গল্প কবিতাপাঠ গান রচনা সুরারোপ ও পরিবেশনা করা হবে। বিভিন্ন মহল থেকে সর্বস্তরের ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জানান হবে এবং নিজেরা ও অতিথিরা সবাই মিলে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ করবার সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করবে যাতে করে এ প্রতিষ্ঠান

সকলের প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিঁকে থাকতে পারে। কোঠা বাড়ীর চারদেওয়ালের মধ্যে বছরে দু একটা জয়ন্তী উৎসব করে সংস্কৃতি চর্চার ছলনাকে এঁরা সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এঁরা বিশ্বাস করেছেন যে পৃথিবীতে যাকে টিঁকোতে হবে তাকে সাধারণের জন্যেই তৈরী করতে হবে। যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ সেখানে সংস্কৃতি ব্যক্তি সংস্কৃতি বা শ্রেণীর গোঁড়া সংস্কৃতি। সেখানে কখনই সুস্থ সংস্কৃতির স্থান নেই। তাই এই প্রতিষ্ঠানকে সাধারণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলবার প্রেরণা উদ্যোক্তাদের প্রথম থেকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারই ফলে আজ পাঁচ বছরের পথ পরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠান বহু ঘাত প্রতিঘাত বাধা বিপত্তির মাঝখানে থেকেও এগিয়ে আসবার পথে পেয়েছে বহুজনের শুভেচ্ছা।

পৌর মিলনায়তনে প্রথম বর্ষবরণ (নববর্ষ) উৎসব। সন্দীপনের সর্ব প্রথম সর্বজনবিদিত বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে এর বৈশিষ্ট রয়েছে।

মাত্র গুটিকয়েক লোকের আকাঙ্খা যে একদিন এমনিভাবে বহুজনের পরিতৃপ্তির কারণ হয়ে দানা বেঁধে উঠবে এটা তাঁরা ভাবতেই পারেননি কখনও। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নাজিম মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান, সাধন সরকার এবং জহরলাল রায়।

পর সপ্তাহে দ্বিতীয় আসরের জন্যে মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর ভাড়াটে বাসার (ফ্লোরাহাউস) বিরাট এক অংশ ছেড়ে দিলেন। আসরে অনেকে এলেন। সবাই উৎসাহ দিয়ে গেলেন। গান গাইলেন সাধন সরকার চিত্ত, অমল আর কবিতা ও সাহিত্যের উপর আলোচনা করলেন নাজিম মাহমুদ, আবদুল মবিন, নুরুল ইসলাম, বিভিন্ন যন্ত্র বাজালেন গৌরসাহা, হাসিব, গোকুল কর। পর পর আসর চলতে লাগল নিয়মিত ভাবে। যতটুকু আশা করা গিয়েছিল তারও বেশী সাড়া পাওয়া গেল বিভিন্ন মহল থেকে। উৎসাহী হয়ে উঠলেন উদ্যোক্তারা। তৃতীয় আসরেই নাম গৃহীত হল 'সন্দীপন'। চয়ন করলেন নাজিম মাহমুদ। আজও সন্দীপন তাঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন। সাময়িক পরিচালনা পর্ষদ পঞ্চম আসরেই নির্বাচিত হল। সদস্য হলেন সাধন সরকার, নাজিম মাহমুদ, নগেন দাশ, মুস্তাফিজুর রহমান গৌর সাহা, রেফিজার রহমান, হাসান মাহবুব, মোঃ হাসিব। বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে সন্দীপন সম্প্রদায় তার প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই মরহুম জনাব আবদুল হাকিমের মত এক মুক্তবুদ্ধি বিদগ্ধ সুধীর উপদেশ ও সাহচর্য্য লাভ করে ও তাঁকে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে পেয়ে অশেষ উপকৃত হয়েছে।

গঠনতন্ত্র রচিত হোল সকলকে নিয়ে পঞ্চদশ আসরে। সন্দীপনের ভিত্তিকে মজবুত এবং স্থায়ী রাখবার জন্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস নিয়ে এ গঠনতন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন নাজিম মাহমুদ। সপ্তদশ আসরে রচিত হল সম্প্রদায় সংগীত। রচয়িতা এবারও নাজিম মাহমুদ। আর সুর দিলেন সংগীতজ্ঞ

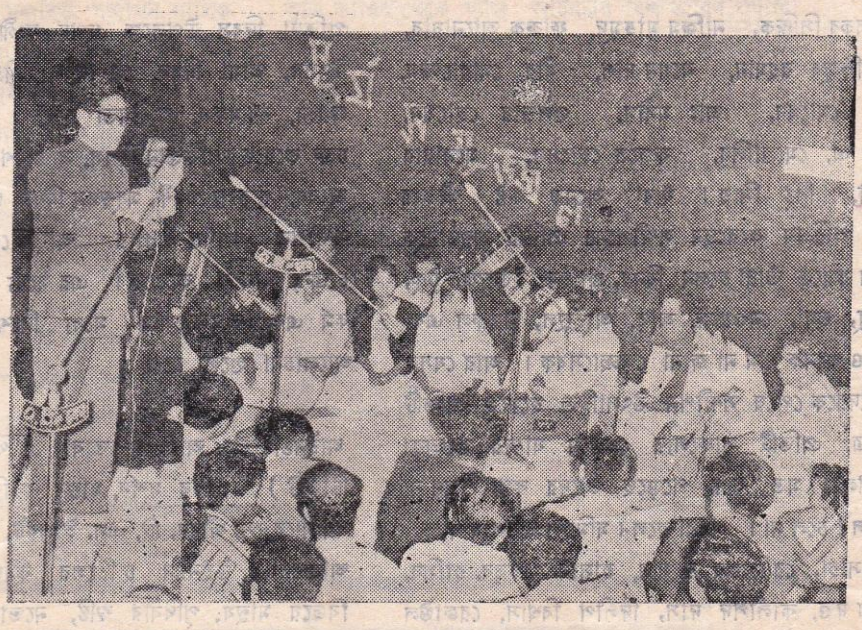

মানবিক অধিকারের জন্যে রচিত সূর্যসমুজ্জল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পৌরকক্ষে

সাধন সরকার। এরই মধ্যে সন্দীপনের প্রতীক সূর্যমুখী তৈরী করে দিলেন মুস্তাফিজুর রহমান খ্যাতিবান শিল্পী সমরজিতের সহায়তায়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক (১৯৬৭ জুন পর্যন্ত সন্দীপনের সদস্য) এলেন। নিয়ে এলেন সাহিত্যিকদের মেলায় এক জাগরণ। সাড়া পড়ে গেল তাদের মাঝে। প্রথমে 'মন তার শঙ্খিনী' সাহিত্য আসরে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তিনি।

সেপ্টেম্বর গেল অক্টোবর গেল এবং এইভাবে ডিসেম্বর চলে গেলে এল নতুন বছর উনিশশো চৌষট্টি সাল। পহেলা জানুয়ারী সন্দীপন প্রতিষ্ঠা করল তাদের সংগীত ভবন। উদ্বোধন করলেন সন্দীপন সভাপতি প্রখ্যাত বিদ্বদজন জনাব আবদুল হাকিম (এখন মরহুম)। অধ্যক্ষ হলেন সাধন সরকার প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী। অভূতপূর্ব জনসমাগমের মধ্যে সাধন সরকার সেদিন শুনিয়েছিলেন রাগ ভীমপলশ্রী। ধীরে ধীরে অনেক আলো আঁধারের মাঝ দিয়ে মাত্র একজন ছাত্র নিয়ে যে সংগীত ভবন এক প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম নিয়েছিল তা আজ প্রায় ষাটেরও বেশী ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিতভাবে সংগীত শিক্ষা দিতে পারছে। আজকের সমৃদ্ধ খুলনায় উচ্চাকাঙ্খিত এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সকল ক্ষেত্র থেকেই এক দিগন্তপ্রসারী উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবুও কিছু কিছু সহৃদয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক দিকটা টায় টায় করে চলে গেছে। অর্থনৈতিক প্রতিকুলতা সন্দীপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে বার বার। তবুও কতক জনের শুভেচ্ছা আর সন্দীপনদের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা কোন রকমেই একে পিছিয়ে দিতে পারেনি—আর তাদেরই কর্মপ্রেরণার ফল আজকের সন্দীপনের পাঁচবছর পরিক্রমন। সন্দীপন আজ আর হঁটি হাঁটি পা পা শিশু নয়। আজ সূর্যালোকে সমুজ্জল তার হৃদয়। কিছু কিছু সহৃদয় সংস্কৃতিসেবী যদি এগিয়ে এসে এদের হাতে হাত দিয়ে সাহায্য করতেন তবে এর সম্ভাবনা এখন প্রতিশ্রুতিময়। সন্দীপনের এই দীর্ঘ পথ পর্যটনে যাঁরা লেখক হিসেবে নিয়মিত সাহায্য করেছেন—এর গৌরব বাড়িয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন হাসান আজিজুল হক,

আবুবকর সিদ্দিক, নাজিম মাহমুদ, ফারুক আনোয়ার, মুস্তাফিজুর রহমান, নগেন দাশ, মীর মোয়াজ্জেম, আঃ মোমেন, আঃ মবীম, গুলজার হোসেন, এস, এ, মোত্তালিব, ফজলে হোসেন, মনোয়ার আলী, বিষ্টু সিংহ। যাঁরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে পরিশ্রম করেছেন সন্দীপনের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে সফল করতে তাঁরা হলেন বিনয়, জাহিদ, ইউসুফ, টুকু, বাবলু, হুদা, নেওয়াজ, আবু, আইনুল, নজরুল এবং আরও অনেক নাম না জানা স্বেচ্ছাসেবক। আর যেসব গুনীদেরকে পেয়ে সন্দীপন উৎসাহিত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি সাফল্যের পেছনে যাদের শুভেচ্ছা শেফালীর মত ঝরে পড়েছে তাঁদের কথা স্মরণ না করলেই চলে না। তাঁরা হলেন মমিনুল ইসলাম বাচ্চু, গৌরসাহা, রেফিজার রহমান, হাসান মাহবুব, হাসিব, অমিয় দত্ত, কালীপদ দাস, দিলীপ বিশ্বাস, রেজাউল করিম, আলতাফ, আলীম, বিদ্যুৎ সরকার, শাহ নেওয়াজ, তবিবুর রহমান, প্রফুল্ল রায়, কালিদাস চ্যাটার্জী, ধীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, কান্তি চ্যাটার্জী, মুরারী রায়, সিরাজুল ইসলাম, দুলাল, নকুলেশ্বর সাহা, মমতাজুল হক, ওস্তাদ শামসুদ্দিন, রুহুল আমিন, ফিরোজ নুন, ডাক্তার মোজাম্মেল হক, এস, এম, এ, জাফর আহমেদ, আবদুল হাকিম প্রমুখ সুধীজন।

গান রচনা করেছেন যাঁরা সন্দীপনের জন্যে তাঁরা হলেন নাজিম মাহমুদ, নগেন্দ্র দাস, আবুবকর সিদ্দিক, মীর মোয়াজ্জেম, মুস্তাফিজুর রহমান, মনোয়ার আলী, এজাজ হোসেন, আবদুর রহমান, ফারুক আনোয়ার, গুলজার হোসেন। সুর দিয়েছেন সাধন সরকার, দিলীপ বিশ্বাস এবং হারুন অর রশীদ, এ সব গানই প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে।

সন্দীপন এযাবত যত বিশেষ সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান উপহার দিয়েছে সেগুলো হলো প্রতি বছরে বর্ষপূর্তি উৎসব, নববর্ষ (বাংলা) উৎসব, সংগীতভবন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধ্রুপদ সংগীতের দুদিন ব্যাপী উৎসব, ভাষা দিবস, মে দিবস, রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম জয়ন্তী, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস। বিশেষ ঘরোয়া চক্র করেছে পাকিস্তান দিবস, সাতাশে অক্টোবর, বাইশে শ্রাবণ, সুকান্ত স্মরণী, মধুসূদন দিবস, ছয়ই সেপ্টেম্বর। সন্দীপন এপর্যন্ত প্রায় আড়াইশোটি সাপ্তাহিক চক্রের ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম এবং আলোচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা গুলো হচ্ছে :

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (থিয়োরী অব রিলেটিভিটি) প্লেটোর দর্শন, মানুষ জাতির বিবর্তন, গবেষনাগারে সৃষ্ট জীবন, টি, এস, ইলিয়ট, জ'্য পল সাত্রের অস্তিত্ববাদ, উইনষ্টন চার্চিলের কর্মজীবন, মানবতা বিজয়ে মানুষ, পৃথিবীর সৃষ্টি, নভোমণ্ডল ভ্রমণ এবং রকেট, নিউক্লিয়ার পদার্থ বিদ্যা, বাংলা গদ্য সাহিত্য, এনজাইম, গ্রহ প্রহান্তর ভ্রমণ, জীবনানন্দ দাশের কবিতা, ইসলামী সংস্কৃতি, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে তাঁর জীবন ও রচনা, রবীন্দ্র সংগীতে ধ্রুপদ সংগীতের প্রভাব, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র।

সন্দীপন শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি তারা বাত্যাসবিধ্বস্ত দক্ষিণ বাংলায় ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা কাপড়, টাকা, তেল, চাল, দাড়ি ইত্যাদি নিজেদের তত্ত্বাবধানে সরবারের অনুমতিক্রমে বিলি করেছে। বর্বরোচিত হামলার সময় ভারতের বিরুদ্ধে সকলের সংগে সন্দীপন যোগ দিয়েছে। কওমী গান রচনা করে সুর দিয়েছে। যা রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এবং পুণঃ প্রচারিত হয়েছে। তারা মেধাবী ছাত্রদের এবং অকৃতকার্য ছাত্রদের অতি অল্প বেতনে টিউটোরিয়াল ক্লাশ করে পড়িয়েছে। অনেক অপড়ুয়া ছেলেদের পড়াশুনা করবার অনুপ্রেরণা দিয়ে তাদের সফলকাম করেছে। এছাড়াও যখন প্রয়োজন হয়েছে তারা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য

করেছে অন্যের ডাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত সন্দীপন আর্থিক দুর্বিপাকে বারবার অনেক কার্য্যক্রম থেকে পিছিয়ে পড়েছে। আজও তাদের অনেক স্বপ্ন অনেক পরিকল্পনা নাট্যভবন তৈরী, শিল্পভবন, লাইব্রেরী, বাংলার মাধ্যমে কিণ্ডারগার্টেন শিশু বিদ্যালয়, নাটক শিল্পীগোষ্ঠী, পুরা-পুরি সংগীতভবন, কলাভবন ইত্যাদি আরও কত কিছু। অথচ সর্বক্ষেত্রেই একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা।

সন্দীপন তার এই দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে অর্জন করেছে অশেষ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সম্ভার। কত হাসি কান্নার সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাকে আজ এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে তার বিচিত্র কথা আজ এই আনন্দের দিনে মনে পড়ে না। উনিশশো তেষট্টির সেপ্টেম্বর মাসের কুড়ি তারিখ থেকে আজ আটষট্টির বিশ তারিখ পর্য্যন্ত সন্দীপন এগিয়েছে অনেক। তার নীল আকাশের দিগন্ত সীমায় বলাকার ইংগিত।

এপর্যন্ত যাঁরা যাঁরা শুভেচ্ছা দিয়ে পরামর্শ দিয়ে অর্থ দিয়ে সন্দীপনের এই এগিয়ে যাবার পথে অশেষ সাহায্য করেছেন তাঁদের আজকের এই শুভদিনে সন্দীপনের পরিচালনা পর্ষদ, কর্মী পর্ষদ এবং সাধারণ সদস্য সবাই জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন।

কামনা করছে এমনি ভাবেই যেন সন্দীপন সকলের কাছ থেকে আগামীতেও সাহায্য পায়। খুলনা তথা দেশের সকলের শুভেচ্ছা এবং উৎসাহই সন্দীপনের পাথেয়।

পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ বছরের বাইশে শ্রাবণ অনুষ্ঠান

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় খুলনা

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় খুলনা

পরিচালনা পর্ষদ

খালেদ রশীদ
সাধন সরকার
নাজিম মাহমুদ
খন্দকার নুরুল ইসলাম
গুলজার হোসেন
মোমিনুল ইসলাম
মনোয়ার আলী
আইনুল ইসলাম
নাজমুল হাসান

সম্প্রদায় সংগীত

সন্দীপন সন্দীপন সন্দীপন
সংস্কৃতি সভ্যতার সঞ্জীবন
সন্দীপন সন্দীপন সন্দীপন
সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্মিলন

সূর্যমুখী সূর্যলোকের সুর যে চায়
আকাশ ডাকে বলকা সুদূর যে যায়
নির্মুক্ত পবিত্র মাটির বন্দীমন
সুন্দরের বন্দনায় সন্দীপন

বুদ্ধি হৃদয় বৃত্তির উৎবর্ষ চাই
মানবতা ও জ্ঞানের আলোর স্পর্শ চাই

একটি মুগ্ধ স্বপ্ন উজল দৃষ্টি চাই
মুক্ত উদার জীবনবোধের সৃষ্টি চাই
উত্তরণ ও যুগ হুজুগের সন্ধিক্ষন
দীপ্ত মনের মূর্ত প্রকাশ সন্দীপন

সাহিত্য সংস্কৃতি, সংগীত, সাংবাদিকতা, সমাজকল্যান
শিক্ষা, শান্তি ও শিল্প।

সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
দাউদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশানস্, সাউথ সেন্ট্রাল রোড খুলনা থেকে মুদ্রিত।

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক
সংস্থা
খুলনা

অনুষ্ঠান পরিচিতি

বিশে সেপ্টেম্বর
শুক্রবার
সাহিত্য সভা
সময় সন্ধ্যা সাতটা

অংশ গ্রহণ করবেন ঃ

এ, এফ, এম, আবদুল জলীল জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বদরুদ্দীন উমর শামসুর রাহমান হাসান হাফিজুর রহমান মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম সালাহউদ্দিন মহম্মদ আনোয়ারা বেগম জাহানারা বেগম আবু-বকর সিদ্দিক হাসান আজিজুল হক

নাজিম মাহমুদ

মুস্তাফিজুর রহমান

হাসান আজিজুল হক

সাধন সরকার

নাজিম সেলিম

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক
সংস্থা
খুলনা

মোমিনুল ইসলাম

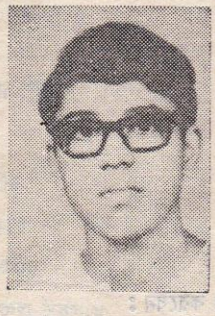

আইনুল ইসলাম

জহরলাল রায়

নুরুল ইসলাম

গুলজার হোসেন

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্ঠান পরিচিতি

একুশে সেপ্টেম্বর
শনিবার
গীতি অনুষ্ঠান
সময় সন্ধ্যা সাতটা

পরিচালনা ও সুর সংযোজনা :
সাধন সরকার

অংশ নেবেন : নাজিম সেলিম নাজিম মাহমুদ বিদ্যুৎ সরকার শ্যামল চট্টোপাধ্যায় সিরাজুল ইসলাম জাহানারা বেগম ফেরদৌসী ইসলাম অ জিমা আক্তার সীমা রায় চৌধুরী কবিতা মান্নান হোসনে আরা ডালিয়া খন্দকার জলি নাসিমা

কালীপদ দাশ মমতাজুল হক
ইমদাদুল হক

কথা : নাজিম মাহমুদ আবুবকর সিদ্দিক
মনোয়ার আলী

একুশে সেপ্টেম্বর
শনিবার | সময় রাত আটটা

নাটক | রক্তকরবী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় খুলনা

এক দেশের রাজা থাকতেন দুর্ভেদ্য এক আবরণের অন্তরালে। সেই রাজার প্রচণ্ড ভয়ংকর মূর্তি কেউ কোনদিন দেখেনি, কিন্তু তার নেপথ্য হুকুমে রাজ্যের নারী পুরুষ এক অন্ধ প্রাণহীন নিয়মের আবর্তে পড়ে মাটির নিচে থেকে শুধু স্বর্ণ উদ্ধারের কাজে বদ্ধ থাকে পশুর মতো। স্বর্ণ স্তূপীকৃত হয়, ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়ায় পর্বতপ্রমাণ—রাজ্যের মানুষ হাসি ভুলে যায়, কান্না ভুলে যায়, প্রত্যহের জীবনযাত্রার উষ্ণ আবেগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই সব মানুষ শুধুই সঞ্চয় করে চলে—সঞ্চয় করে নেপথ্যচারী অদৃশ্য ক্রূর ও অমোঘ এক আদেশের তাড়নায় এবং এই ভাবে মানুষ পরিণত হয় যন্ত্রে। সে বাঁধা পড়ে তার নিজেরই কর্মের জালে।

এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে রাজাসহ প্রজাবৃন্দকে উদ্ধার করে এক নারী। সে আলোর মতো স্বচ্ছ উজ্জ্বল, নদীর মতো বাধাহীন। এক কথায় যাকে বলা যায় জীবনের আনন্দ।

এই বক্তব্য নিয়েই গড়ে উঠেছে রক্তকরবী নাটক।

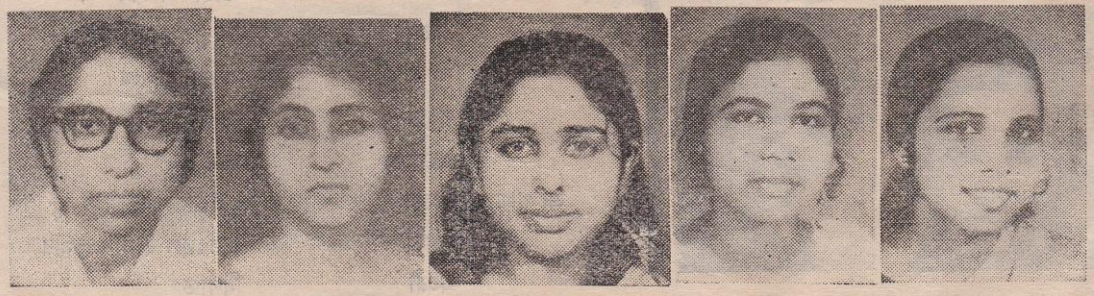

জাহানারা বেগম

কবিতা রায়চৌধুরী

ফেরদৌসী ইসলাম

ডবি

তাহমিনা

সন্দীপন
আঞ্চলিক
খুলনা

রুনু

রোজী

আঞ্জুমানআরা

সীমা

বীনা দাশ

জেবু মাহমুদ

রক্ত করবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরিচালনা	জাহানারা বেগম

যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন ঃ

রাজা	কবিতা রায়চৌধুরী
নন্দিনী	বীনা দাশ
বিশু	সীমা রায়চৌধুরী
গোকুল	রুনু রায়চৌধুরী
অধ্যাপক	শিরীন মাহবুব
গোঁসাই	আঞ্জুমান আরা
ফাগুলাল	তাহমিনা ছবি
চন্দ্রা	জেবুন্নিসা মাহমুদ
সর্দার	মনিরা সালাম
মেঝ সর্দার	রোজী
মোড়ল	ডবি
ঞ পাড়ার মোড়ল	রোকেয়া খাতুন
কিশোর	জাহিদুল হাসান কুমার
প্রহরী	নিশাত
পালোয়ান	জাহানারা বেগম

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক
সংস্থা
খুলনা

কালীপদ দাস

কামাল

ফরিদ

মাজির

গৌর ঘোষ

মমতাজুল হক

জুল কদর

ফজলে খোদা

অনুষ্ঠান পরিচিতি

বাইশে সেপ্টেম্বর

রবিবার

গল্প কবিতা পাঠের আসর

সময় সকাল নটা

অংশ নেবেন : হাসান আজিজুল হক অসিত রায় চৌধুরী আবুবকর সিদ্দিক বিদ্যুৎ সরকার বেদুঈন সামাদ মনোয়ার আলী আইনুল ইসলাম জাহিদ হোসেন ফারুক আনোয়ার গুলজার হোসেন নূর নেওয়াজ হিমাংশু কির্ত্তনীয়া জাহানারা বেগম

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক
খুলনা

বাইশে সেপ্টেম্বর
রবিবার | সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা

নাটক | বিদ্রোহী পদ্মা
আসকার ইবনে শাইখ

'বিদ্রোহী পদ্মা' পদ্মা পারের মানুষের কাহিনী। নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনা, শোষণ এবং অত্যাচার, দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জ্বলন্ত কাহিনী রূপায়িত হয়েছে এই নাটকে। পদ্মার সর্বনাশা ধ্বংসতাণ্ডবে একদিকে ভেঙে ধ্বসে পড়ছে গ্রাম ; মৃত্যু ও অনশনের কিনারায় এসে দাঁড়াচ্ছে মানুষ—অন্য দিকে জেগে উঠছে নতুন চর। রহমত, ঈশানের মতো সংগ্রামী মানুষের সামনে নতুন চর যেন বেঁচে থাকার স্বপ্নের মতো, সাধের মতো ফিরে ফিরে আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও জমিদার দেওয়ান, নায়েব ইত্যাদি কায়েমী পরস্বাপহারী ভূস্বামীদের লোভের জিহ্বা লকলকিয়ে উঠছে। এই নাটকে আমরা আয়েসী, পরগাছা এবং পরসম্পদলুণ্ঠনকারী জমিদার দেওয়ানের সঙ্গে চিরকালের খেটে খাওয়া, সংগ্রামী সাধারণ কৃষকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখব। তীব্র ভয়হীন সংগ্রামে যারা শোষণের বিষদাঁত উৎপাটন করে। এই মূল বক্তব্যের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের প্রেম ভালোবাসা প্রীতি সৌহার্দ ও ঘৃণায় আবেগতপ্ত নিত্য-কালের জীবনও চিত্রিত হয়ে উঠেছে এই নাটকে।

কবিতা মান্নান

আজিমা আক্তার

নাসিমা

হোসনে আরা

ডালিয়া

আবুল কাসেম

দিলোয়ার

সামসুদ্দিন

আজিজুল হক

নূরল হুদা

ইমদাদুল হক

বিদ্রোহী পদ্মা | আসকার ইবনে শাইখ

পরিচালনা | খালেদ রশীদ

যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন ঃ

দেওয়ান	নাজিম মাহমুদ
নায়েব	খালেদ রশীদ
তরফদার	বিদ্যুৎ সরকার
রহমত	এ, কে, এম, সামসুদ্দিন
রফিক মাষ্টার	হাসান মাহাবুব
ঈশান	গুলজার হোসেন
অর্জুন	হিমাংশু কীর্ত্তনীয়া
রাজু	নাজিম সেলিম
আমু	নুর নেওয়াজ
জমধর	আজিজুল হক
মুন্সি	আখতার কামাল
শমসের	সৈয়দ নুরুল হুদা
বানু	জাহানারা বেগম
সুধা	শিরিন মাহাবুব

সন্দীপন
সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় খুলনা

বিদ্যুৎ সরকার

খালেদ রশীদ

রানু রেজা

কুমার

হিমাংশু

নাটক দুটিরই পিছনে যাঁরা কাজ করলেন ঃ

ব্যবস্থাপনা

বিদ্যুৎ সরকার সৈয়দ নূরুল হুদা নাজমুল হাসান নূর-নেওয়াজ নজরুল ইসলাম জাহিদ হোসেন আইনুল ইসলাম

মঞ্চ সজ্জা ও নির্দেশনা

বিদ্যুৎ সরকার

সংগীত পরিচালনা

সাধন সরকার

রূপকার

কানাইলাল বিশ্বাস

আলোকসম্পাত

কুইন ইলেকট্রিক ওয়ার্কস